إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّءَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِل لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ- وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْکَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ-

প্রকৃতপক্ষে, সকল প্রশংসা আল্লাহর আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁহারই সাহায্য চাই, তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই, তাঁরই কাছে মন্দ ও আমাদের পাপের খারাপ ফলাফল থেকে সুরক্ষা ও আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন, পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে গুমরা করতে পারেনা এবং আল্লাহ যাকে গুমরা করেন, কেউ তাকে সুপথে পরিচালিত করতে পারেনা। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক তাঁহার কোন অংশীদার নেই। আমি আরোও স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।

يأَ يُّهَا الَّذِيْنَ ءَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُوْنَ.

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা। ৩:১০২

يأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَا لًا كَثِيْرًا وَنِسَاء، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ، وَالأَرحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا-

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগনিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন কর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। ৪:১

يٰأَ يُّهَا الَّذِيْنَ ءَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا- يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمٰلَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا-

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। ৩৩:৭০-৭১

প্রথম খুতবা:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأمُرُونَ اِالمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، وَأولَ ءٰ كَ هُمُ المُفْلِحُوْنَ-

তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা মানুষদের কল্যাণের দিকে ডাকবে, সত্য ও ন্যায়ের আদেশ দিবে এবং অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে, এরাই হচ্ছে সত্যিকারের সফল। ৩:১০৪

আলেমগণ ফরজকে দুইভাগে ভাগ করেছেন, ফরজে আইন (স্বতন্ত্র ফরজ) এবং ফরজে কিফায়া (সামাজিক ফরজ) নামাজ, যাকাত, রোযা, হজ্ব হালাল উপার্জন এবং হালাল ভক্ষণ, আল্লাহ. পরিবার এবং সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায়পরায়ণ থাকা- ফরজে আইনের অর্ন্তভুক্ত। মোকাল্লাফ শারীরিক সৌষ্ঠব এবং মানসিক পরিপক্ষতার জন্য নৈতিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং নৈতিকতা সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ব্যক্তিগত এই ফরজগুলো পালন করা অত্যাবশ্যক।

ফরজে কিফায়া (সামাজিক ফরজ) বলতে প্রথমত সমাজ থেকে অন্যায়কে সমূলে উৎপাঠন এবং পরবর্তীতে ব্যাপকভাবে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকে বুঝায়। সংঘবদ্ধ অত্যাবশ্যকীয় ফরজ কাজগুলোকে "দার আল মাফাসীদ" (অন্যায়ের অপসারণ) এবং পরবর্তীতে "জালব্ আল মাসালীহ" (কল্যাণের সংযোজন) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন কারণ অন্যায় অপসারণ না হলে

কল্যাণ পুঞ্জীভূক্ত হতে পারেনা, অন্যায় সমাজে ন্যায়ের প্রচলন এবং প্রতিষ্ঠা প্রতিহত করে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সকল অন্যায়গুলো সমাজ থেকে অপসারণ করা যাবে না, যেগুলো ন্যায়ের প্রচলনকে বাধাগ্রস্থ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর সুফল অনুধাবন এবং বজায় রাখা যাবে না। একই সাথে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যেন অন্যায় কাজগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে।

অন্যায় অপসারণ না হলে কল্যাণ পুঞ্জীভূক্ত হতে পারেনা। অন্যায় সমাজে ন্যায়ের প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা প্রতিহত করে।

যে সকল মুসলিম সংগঠনগুলো আমেরিকার মুসলিম সম্প্রদায়কে তাদের দায়িত্বপালনের ক্ষমতার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সামাজিক বাধ্যবাধকতা কার্যকরণের জন্য তারা প্রতিনিয়ত আমেরিকার মুসলিম ভোটারদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে, যাতে করে তারা আমাদের সামাজিক বাধ্যবাধকতার পুরো অবকাঠামো নিয়ে কাজ করেন এবং আমাদের ফরজ - আল কিফায়া অর্জিত হয়। পুরো অবকাঠামো হচ্ছে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং অংশগ্রহনের মাধ্যমে পরিবর্তন সহ সামাজিক প্রবৃদ্ধির প্রতিটি ক্ষেত্রে করার প্রতিশ্রুতি।

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَءَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ، وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ-

যারা তোমাদেরকে পবিত্র মসজিদে যেতে বাঁধা দিয়েছে সেই সম্প্রদায়ের দুশমনি যেন তোমাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে যেতে উৎসাহিত না করে, সৎ কাজ ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (আল কোরআন- ৫:২)

বিখ্যাত ইসলামিক দার্শনিক ইবনে তাইমিয়্যা-এর মতে উপরের আয়াতটি ব্যাপক রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। মূলত এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উত্তম কাজে একে অপরকে কিভাবে সাহায্য করব সেই কথাই। উপরের আয়াতে **'বির' বা 'বিররি'** শব্দ মূলত সকল ধরনের উত্তম কাজ (সেটা অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ বিপর্যয় রোধ, রাজনৈতিক দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অন্যায়, নিপীড়ন,

জুলুম ইত্যাদির বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান ও কার্যক্রম রাখা সকল শ্রেণী তথা সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ করা এবং তাদেরকে মমতার বন্ধনে আবদ্ধ রাখা), আল্লাহ ভীতি কেবলমাত্র আল্লাহর উপর আস্থা, বিশ্বাস এবং নির্ভরতা রাখা তথা তাকওয়া রাখা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকেই জীবনের উদ্দেশ্য রাখা-এই বিষয়গুলোকেই সামগ্রিকভাবে 'বির' শব্দ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে।

আল-কোরআনে এই বিষয়ে ব্যাপকভাবে বর্ণনা না থাকলে আমাদের বিজ্ঞজনদের মেধা, ইলম থেকে কোরআনের শিক্ষাকে আমলে নেওয়া উচিৎ এবং সেই আলোকে নিজেকে তৈরি করে আমাদেরকে আল্লাহর বাণী সকলের কাছে তুলে ধরতে হবে। নিজেদের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য অনেক গুলো উপায় আছে তার মাঝে একটি হলো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের গুটিয়ে না রেখে বরং তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ। অন্যান্য শ্রেণী বা গুণের মানুষগণও নিজেদেরকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত রেখেছে এবং কার সুফলও তারা পাচ্ছে। সুতরাং আমেরিকার মুসলিমদেরও তাদের থেকে কিছু গ্রহণ করার মতো উপকরণ রয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে খুব মৌলিক একটি ব্যাপার হল নির্বাচনের সময় ভোট প্রদান। প্রত্যেক আমেরিকান মুসলিমেরই নির্দিষ্ট সময় পর তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। ভোট দানের পূর্বে আমাদের কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম ধাপ হলো ভোটের জন্য নিবন্ধন করা। আমি আপনাদের প্রত্যেককেই জোরালো ভাবে এই অনুরোধ করব আপনারা যারা এখনো নিবন্ধন সম্পন্ন করেন নি, তারা আগামী ২২ এপ্রিল, ২০১৯, রোজ সোমবারের মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করুন। আপনি যদি আগামী ২১ শে মে, ২০১৯ এর নির্বাচনে ভোট দিতে চান তাহলে এই নিবনন্ধন অবশ্যই প্রারম্ভিক শর্ত।

প্রতি বছরই মুসলিমদের জন্য সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট প্রদানের সুযোগ আসে। নিজেদের জন্য যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের কাজ মুসলিমদেরই করতে হবে। মুসলিমদের এমন একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে যিনি অভিবাসীদের অধিকারকে সমর্থন করেন, শ্রমজীবী মানুষের কথা বলেন এবং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া ঘৃণার বিষবাষ্পের বিরুদ্ধে দাড়াবেন। বিশেষ করে এই বছরের নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ইস্যু রয়েছে- কিভাবে আমাদের করের অর্থ খরচ হবে, কিভাবে পুলিশ আমাদের সাথে আচরণ করবে। আমাদের সামাজিক বাধ্যবাধকতা তথা ফরযে কিফায়া সটিক ভাবে সম্পন্ন করার সামর্থ্য আল্লাহ আমাদের দান করুন। আল্লাহ পাক এই মুসলিম কমিউনিটির মাধ্যমে পুরো দেশ যেন সুন্দর পথে যায় তা নির্ধারণ করার সুযোগ দিন।

খুতবা:২

ভোট দেয়া নিয়ে কিছু মানুষের আপত্তি এবং আমাদের কিছু উত্তর তুলে ধরা হলঃ

১. আপত্তি : আমার ভোট কোন বিষয়ই না।

উত্তর : মনে করেন Bernie Sanders যে ২০১৬ তে ভোটে জিতেছিল তার প্রাথমিক ভোটারই ছিল মুসলিম এবং আরব। যারা তাকে বিজয় করেছিল।

২. আপত্তি : বর্তমান রাজনীতিবিদরা দুর্নীতি গ্রস্থ।

উত্তর : সেইসব প্রার্থীর জন্য কাজ করো যারা আমাদের মান এর সমন্বয় সাধণ করে।

৩. আপত্তি : আমরা যদি কোন ব্যক্তিকে ভোট করি সে যদি খারাপ হয়?

উত্তর : পরবর্তী ভোটে তাকে পরিবর্তন করে দাও।

৪. আপত্তি : এই ব্যবস্থাটা নির্বাচন কারচুপি এবং দুই দলকে বিভক্ত করে।

উত্তর : এই রাজনীতির পরিবর্তন আনতে একসঙ্গে কাজ করে জাতিকে বুঝানো এবং পরিবর্তনটা আনতে হবে সংগঠিত প্রচারকার্য এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত পথ অবলম্বন করে।

৫ আপত্তি : ভোট মাহন আল্লাহ্ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে।

উত্তর : এটা হচ্ছে একটা ইচ্ছাকৃত অবহেলা যে সমাজে পরিবর্তন আনা যেটাকে বলা হয় 'ফরজে কিফায়া' এবং ভোট কোনভাবেই আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করে না বরং আমাদের সাধারণ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আইনগতভাবে সমাজে পরিবর্তন আনে। সুতরাং এই তুচ্ছ ধারণা দিয়ে নিজেকে বোকা না বানানোই ভালো।

শেখ তাহা জাবির আল-আলওয়ানির স্মরনে একটি ফতওয়া (যে ইন্তেকাল করেছেন মার্চ ৪,২০১৬) এইটা বাধ্যবাধকতা যে মুসলিমদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে নিম্নোক্ত কারণগুলোর জন্য:

১) আমাদের অধিকারকে রক্ষা করার জন্য আমেরিকার নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে রাজনীতিতে অন্তর্ভূক্ত হতে হবে।

২) আমাদের সহযোগী মুসলিমদের জন্য যারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে আমাদের এই অর্ন্তভূক্তি তাদের জন্য সুবিধাজনক হতে পারে।

৩) অমুসলিমদের সাথে আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং জড়িত থাকাটা ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে।

৪) এটা সাহায্য করবে ইসলামের সার্বজনীনতা কে মানুষের সামনে প্রকাশ করতে। ভোট এটা শুধুমাত্র অধিকার না যেটা ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায়। এটা আমাদের মানবিক অধিকার রক্ষা করতে সাহায্য করে, আমাদের প্রয়োজন মিটায়, আমেরিকাতে এবং সারা বিশ্বে মুসলিম-অমুসলিমদের থাকার অবস্থার উন্নতি সাধন করা। এই মহৎ লক্ষ্য অর্জন করতে যারা কাজ করে তাদের মান মুসলিমদের সাথে সামঞ্জস্য। এই ভোটে মুসলিম এবং অমুসলিম দুইজনই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমাদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

খুতবার শেষ অংশ:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسٰنِ وَإِيتَايِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসংঘত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।